তারিখ ২০ SEP 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

দৈনিক
আমাদের সময়

খাগড়াছড়িতে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ

লিখিত পরীক্ষার সাড়ে তিন বছরেও শেষ হয়নি কার্যক্রম

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি ●

খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ প্রাথমিক ৭৭ জন সহকারী প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম গত সাড়ে তিন বছরেও সম্পন্ন করতে পারেনি। জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফলাফলই প্রকাশ করা হয়েছে সাড়ে তিন বছর পর। এর পর চলতি বছর জুলাই মাসে নেওয়া হয় প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা। সেই পরীক্ষার ফলাফলও এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

অভিযোগ ওঠেছে, এই শিক্ষক নিয়োগ বাণিজ্যে জেলা পরিষদের সাবেক সদস্যরা মোটা অংকের টাকা নিয়েছিলেন। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে পারেননি। বর্তমানে দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যরাও প্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। এই নিয়োগ বাণিজ্য ঠাণ্ডা মাথায় মোকাবিলা করতে বর্তমান পরিষদ নতুন আরেকটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অপেক্ষায় আছে।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আবুল কাশেম জানান, তার চাকরির বয়স প্রায় শেষ হওয়ার পথে। দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর পর লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে লাভ কী? দুই মাস আগে ভাইভা দিলাম, কিন্তু চাকরির খবর নেই। নুর মোহাম্মদ নামে আরেক প্রার্থী বলেন, লিখিত পরীক্ষায় পাস করে লাভ কী? আমার কাছে আট লাখ টাকা চেয়েছে, কিন্তু দিতে পারিনি বিধায় চাকরি হবে না।

উল্লেখ্য, সারা দেশে (পিইডিপি-৩) প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া তিন দফায় শেষ হলেও খাগড়াছড়ি জেলায় সাড়ে তিন বছরেও শেষ করতে পারেনি জেলা পরিষদ। প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, গত ৩১ জানুয়ারি '১৩ বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। সেখানে আবেদন জমা পড়ে ৩ হাজার ৪শ। এর মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় পাস করেন ৯২৫ জন। শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে মাত্র ৭৭ জন। কিন্তু তা কার্যকর করা যাচ্ছে না পরিষদের নানা জটিলতায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব এএসএম শাহেন রেজা জানান, মৌখিক পরীক্ষা নেওয়ার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। সাধারণত এ ধরনের পরীক্ষা নেওয়ার দুই-তিন দিনের মধ্যেই ফলাফল ঘোষণা করা হয়ে থাকে; কিন্তু জেলা পরিষদ কেন ফলাফল দিচ্ছে না তা তার জানা নেই।

খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কংজরী চৌধুরী নিয়োগবাণিজ্যের কথা অস্বীকার করে বলেন, শিগগির মৌখিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফাতেমা মেহের ইয়াসমিন জানান, চেয়ারম্যান অসুস্থ, তাই মৌখিক পরীক্ষার ফলাফল দিতে বিলম্ব হচ্ছে।